যায়যায়দিন

তারিখ 09-SEP-2013
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

জুবায়ের হত্যায় ১৩ জন ছাত্রলীগকর্মী অভিযুক্ত

যাযাদি রিপোর্ট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র জুবায়ের আহমেদ হত্যাকাণ্ডের প্রায় দেড় বছর পর ১৩ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। ঢাকার ৪ নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবিএম নিজামুল হক রোববার শুনানি শেষে আসামিদের বিচার শুরুর আদেশ দেন। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর এ মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুর দিন রেখেছেন তিনি।

ইংরেজি বিভাগের ৩৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জুবায়ের ২০১২ সালের ৮ জানুয়ারি খুন হন। তিনি নিজেও ছাত্রলীগকর্মী ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার নিবন্ধক হামিদুর রহমান আশুলিয়া থানায় হত্যা মামলাটি করেন।

২০১২ সালের ৮ এপ্রিল ৩৭তম ব্যাচের ১৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে ঢাকার হাকিম আদালতে অভিযোগপত্র দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মীর শাহীন শাহ পারভেজ। অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে এসে গত ১৩ আগস্ট মামলাটি ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৪ এ পাঠানো হয়।

রোববার অভিযোগ গঠনের নির্ধারিত দিনে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামিদের অভিযোগ পড়ে শোনান আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ কৌঁসুলি এসএম রফিকুল ইসলাম। আসামিদের সবাই নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার চান।

এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবী মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন করলে বিচারক তা নাকচ করে দেন। ১৩ জন আসামির সবাই বর্তমানে উক্ত আদালতের জামিনে রয়েছেন। শুনানি শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেন বিচারক।

আসামিরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র শফিউল আলম সেতু ও অভিনন্দন কুণ্ডু অভি, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের আশিকুল ইসলাম আশিক, খান মোহাম্মদ রিয়াজ ও জাহিদ হাসান, দর্শন বিভাগের অভিযুক্ত : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

অভিযুক্ত : জুবায়ের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কামরুজ্জামান সোহাগ, ইশতিয়াক মেহবুব অরূপ ও রাশেদুল ইসলাম রাজু, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের মাহবুব আকরাম, ইতিহাস বিভাগের মাহমুদুল হাসান ও মাজহারুল ইসলাম, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের নাজমুস সাকিব তপু এবং লোক প্রশাসন বিভাগের নাজমুল হাসান প্লাবন।

এরমধ্যে মাহবুব আকরাম এবং নাজমুস সাকিব তপু আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

ছাত্রলীগের একপক্ষের হামলায় জুবায়ের নিহত হওয়ার পর ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলন শুরু করেন। তাদের আন্দোলনের একপর্যায়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সময়কার উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির।